ঝুঁকিপূর্ণ সমবায় সমিতির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: প্রতিরোধ ও প্রতিকার

জমি বন্ধক ও জমি হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণের জন্য বৃটিশ সরকার Punjab Land Alienation Act 1900 প্রণয়ন করে। এ আইনের ফলে মহাজনেরা কৃষকের জমি বন্ধক গ্রহণ করতে পারছিল না। এর প্রতিক্রিয়ায় মহাজনেরা কৃষকদের মাঝে কৃষি ঋণ প্রদান বন্ধ করে দেয়। তখনই কৃষি ও পল্লী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। যদিও এর আগে পল্লী কৃষি ঋণের জন্য Land Improvements Loans Act 1883 প্রণয়ন করা হয়েছিল, কিন্তু তা ছিল ত্রুটিপূর্ণ।

এ প্রেক্ষিতে ১৯০১ সালে ইন্ডিয়ান ফেমিন কমিশনের সুপারিশ মতে এবং তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জন কর্তৃক গঠিত তিন সদস্য বিশিষ্ট (লর্ড এডওয়ার্ড, স্যার নিকলসন ও ডুপার নিক্স) কমিটির সুপারিশ অনুসারে তদানীন্তন বৃটিশ ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড কার্জন **সমবায় সমিতিকে একটি আইনী ভিত্তি প্রদানের জন্য ১৯০৪ সালে ২৫ মার্চ** "The Co-operative Credit Societies Act, 1904" প্রণয়ন করেন। এই আইনটিও শুধুমাত্র ঋণদানে সীমাবদ্ধ হওয়ায় আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছিল না। ফলে সমবায় কার্যক্রমকে ক্রেডিট ও নন-ক্রেডিট সকল খাতে ব্যাপৃত করার জন্য ১৯১২ সালের ১ মার্চ তারিখে THE CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1912 জারী করা হয়। অতপর THE CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1940, THE CO-OPERATIVE SOCIETIES ORDINANCE, 1984 এবং সর্বশেষ সমবায় সমিতি আইন ২০০১ । আইনটির কয়েকটি ধারা ২০০২ সালে এবং আরো কতিপয় ধারা ২০১৩ সালের সংশোধন ও সংযোজন করা হয়।

সমবায় সমিতির সংজ্ঞা:

সমবায় সমিতি আইনে সমবায় সমিতি, সঞ্চয় আমানত, শেয়ার ইত্যাদির সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

- ধারা ২(২০): "সমবায় সমিতি" অর্থ এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত বা নিবন্ধিত বলিয়া গণ্য কোন সমবায় সমিতি
- ধারা ২(২০ক): "সঞ্চয় আমানত" অর্থ সমবায় সমিতির প্রত্যেক সদস্য কর্তৃক নিবন্ধনকালীন বা পরবর্তীতে সমিতিতে জমাকৃত অর্থ।
- ধারা ২(২০খ): "সদস্য" অর্থ কোন সমবায় সমিতির শেয়ার হোল্ডার সদস্য।
- ধারা ২(২২): "শেয়ারের বাজার মূল্য" অর্থ শেয়ারের নির্ধারিত মূল্য অথবা, ক্ষেত্রমত, শেয়ারের পুন:নির্ধারিত মূল্য।

জীবিকার ব্যবস্থা ও বাড়তি আয় সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করার মূলমন্ত্র হলো সমবায়। নিজেদের সঞ্চিত পুঁজি ব্যবহার ও বিনিয়োগ করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া, সমিতির লাভের অংশ দিয়ে সদস্যদের কল্যাণ করাই সমিতির মূল কথা।

সমবায় সমিতির কার্যক্রম এবং বর্তমান পরিস্থিতির সৃষ্টি:

বিভিন্ন ব্যক্তি সমবায় আইন-বিধির আলোকে সমবায় সমিতি গঠন করে কার্যক্রম করছিল। কৃষিসেচের জন্য গভীর নলকূপ সমবায়, সঞ্চয় ও পুঁজি গঠনের জন্য রিকসা চালকেরা রিকসা চালক সমবায়, ব্যবসায়ে পুঁজি সরবরাহের জন্য ব্যবসায়ী সমবায়, সাধারণ মানুষকে সংসারের নানা উন্নয়ন কাজে ঋণ প্রদানের জন্য সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায়, যুব সমাজের উন্নয়নের জন্য যুব সমবায়, মহিলাদের আয়বৃদ্ধি ও সঞ্চয় সৃষ্টির জন্য মহিলা সমবায়, সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে বহুমুখী সমবায় গঠন করা হয়। এমনিভাবে নানা পেশাজীবী মানুষ নানা ধরনের সমবায় গঠন করছিল। ২০০০ সালের

আগে সদস্য না হলেও সাধারণ ব্যক্তিকে ঋণ দিয়ে সমিতির ব্যবসা করার সুযোগ ছিল। এর জন্য ঋণগ্রহীতাকে সমবায়ের সদস্য হতে হতো না। ২০ জনের সমিতি হাজার জনকে ঋণ দিয়ে ঋণের ব্যবসা করতো। ২০০১ সালে সমবায়ের নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়। সদস্য ব্যতীত কাউকে ঋণ প্রদান করা যাবে না। প্রয়োজন হলো ঋণগ্রহীতাকে সদস্য করার। এ সময়ে সংঘ, ক্লাব, এনজিও , এনজিও কর্মী ও ব্যক্তি ব্যাপকভাবে ঋণকার্যক্রম করা শুরু করে। ক্ষুদ্রঋণ নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন হয়। সরকার ২০০৬ সালে 'মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি আইন-২০০৬' পাশ করা হয়। এ আইনে ঋণকার্যক্রম করার ক্ষেত্রে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির সনদ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়। এ সনদ গ্রহণ সহজ ছিল না। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির সনদ গ্রহণ করতে না পেরে সহজ পথ হিসেবে এরা সমবায়কে বেছে নেয়। ২০০৬ সালের পর হতে বহুমুখী সমবায় সমিতি, মাল্টিপারপাস, ফাইন্যান্স এ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ইত্যাদি চটকদার নামে সমবায় সমিতি গঠন করে ঋণ কার্যক্রম শুরু করে, সমবায় আদর্শ ও কাঠামোর বাইরে গিয়ে ব্যাপকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। এ সকল সমবায়ের বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট ছিল-

১. ২-৫ জন সদস্য এর মালিক, বাকী সকল সদস্য এর গ্রাহক বা ঋণী সদস্য হিসেবে বিবেচিত হতো,
২. বিলাসবহুল ও চাকচিক্যপূর্ণ জাঁকজমক অফিস।
৩. বহুকর্মচারি, যারা মূলত আমানত সংগ্রহকারী ও কমিশন এজেন্ট।
৪. ব্যাংকের চেয়ে বেশি লাভে সদস্য বা অসদস্যদের নিকট হতে বড় অংকের আমানত গ্রহণ।
৫. বিশাল সভ্য এলাকা, কর্মএলাকা। একাধিক জেলাব্যাপী, বিভাগব্যাপী, দেশব্যাপী সভ্য এলাকা।
৬. হাজার হাজার সদস্য। প্রতিদিন সদস্য ভর্তি ও বাতিল করা হয়। ১০ হাজার ২০ হাজার ব্যক্তি সদস্য।
৭. কোটি কোটি টাকা লেনদেন, শতকোটি টাকা কার্যকরী মূলধন।

এ সকল প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন জেলা অফিস থেকে অতি সহজেই গ্রহণ করা হতো। ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান, ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠান, ইনসুরেন্স টাইপের বড় বড় কোম্পানির মত কার্যক্রম করা হলেও এ সকল প্রতিষ্ঠান বার্ষিক অডিট করার মত যথেষ্ট দক্ষ জনবল ছিল না। তাছাড়াও এসকল প্রতিষ্ঠানকে এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেয়ার ফলে ভবিষ্যতে দীর্ঘমেয়াদে প্রভাব কি হবে তা কারো ভাবনায় ছিল না। বিদ্যমান আইনে নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ করারও সুযোগ ছিল না। এ সব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের বিশেষ দিক-

ব্যক্তিমালিকানা:

গণতান্ত্রিক অধিকার, গণতান্ত্রিক চর্চা বা নির্বাচন বলে কিছু ছিল নাই। ২-৫ জন মালিক এর সিদ্ধান্তে সমিতিতে সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটি বা সাধারণ সভার কোন গুরুত্ব ছিল নাই। আইনের শর্ত পূরণে যা প্রয়োজন তা তৈরি করা হয়। এক মাসে পাঁচটি সাধারণ, উপ-আইন সংশোধন বা কমিটির সভা করা হয়। সবই স্বাক্ষর মাত্র, ডানহাতে বা বাম হাতে।

কর্মী নিয়োগ:

নতুন প্রতিষ্ঠান, ছোট্ট প্রতিষ্ঠান, কিন্তু কর্মী অনেক। অনেক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে দেখিয়েও অফিসের বাহবা পায়। এসকল কর্মীর মূলত বেতনাদি হতো আমানতের কমিশন থেকে অথবা মূলধন অবক্ষয় করে।

বিলাসবহুল অফিস:

বিশাল ভবন জুড়ে এদের অফিস, লক্ষ টাকা অফিস ভাড়া। কর্মীদের বড় বড় পদনাম (এমডি, প্রিন্সিপাল অফিসার, ম্যানেজার, এরিয়া ম্যানেজার, সুপারভাইজার ইত্যাদি), ৫০-৭০ হাজার টাকা মাসিক

বেতন-ভাতা, সম্মানী, সমিতির নামে গাড়ী, তেল-জ্বালানি, এসি অফিস, এসি গাড়ী, দামী নাস্তাসহ বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় ও জবাবদিহিতাবিহীন খরচ।

বেশি সুদে আমানত গ্রহণ:

কর্মী ও এজেন্ট নিয়োগ করে অতি মুনাফার লোভ দেখিয়ে, বিলাসবহুল অফিস, পদ-পদবী এবং সরকারী অনুমোদন দেখে সাধারণ মানুষের সঞ্চয়, পেনশনারের পেনশনের টাকা, কালোবাজারীর কালো টাকা এখানে বিনিয়োগ শুরু করে। প্রথম দিকে কিছু দিন নিয়মিত ঠিকঠাক আমানতের সুদ দিলে অতি সুদ ও কমিশন বাদে আমানতের টাকা বিনিয়োগ করে তার চেয়ে বেশি লাভ অর্জন সম্ভব হয় না। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। কর্মচারি বেতন, মালিকদের বেতন-ভাতা, অফিস ভাড়া ও অন্যান্য খরচ দিয়ে বাৎসরিক ক্ষতি নির্ণিত হয়। এছাড়াও জবাবদিহিতা না থাকায় যখন তখন সমিতির তহবিল থেকে ব্যক্তিগত হিসেবে সম্পদ স্থানান্তর করা তো আছেই।

জটিল হিসাব পদ্ধতি:

সমবায় সহজ সরল হিসাব পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে অডিট করতেই মাঠের অডিটরগণ অভ্যস্ত ও পরিচিত। আমানত গ্রহণের হিসাবে লুকোচুরি, অত্যাধিক ব্যয় ও অর্থ আত্মসাত ঢাকা দেয়ার জন্য আন্ত-শাখা লেনদেন, দুর্বোধ্য স্থিতি ও হিসাবে নানা ধরনের জটিলতা দেখিয়ে হিসাব প্রস্তুত করা হয়। বড় বড় ব্যাংকের মত জটিল লেজার ব্যবহার করা হয়। ফলে মাঠের অডিটরগণের ম্যানুয়াল অনুযায়ী অডিট করা সহজ হয় না, অডিটে আর্থিক অনিয়ম ও আত্মসাৎ উদঘাটিত হয় না।

অফিস বন্ধ ও গা ঢাকা দেওয়া:

প্রতি বৎসর আর্থিক ক্ষতি, অর্থ আত্মসাৎ ও ঋণের কিস্তি আদায় না হওয়ার কারণে অনেক আমানতকারীর জমাকৃত আমানত চাহিবামাত্র ফেরত দিতে পারে না। একজন ফেরত না পাওয়ায় আরো অনেক ব্যক্তি আমানত ফেরত চায়, আমানত ফেরতে চাপ তৈরি হয়। আজ নয় কাল, পুরো নয় কিছু, আচরণে আমানতদারদের অবিশ্বাস ও অনাস্থা সৃষ্টি হয়। পরিশেষে অফিস বন্ধ করে পালানো ছাড়া উপায় থাকে না এবং সবশেষে পত্রিকায় হেডলাইন হয়।

সমবায় আইনে সমিতির অর্থের উৎস:

সমবায় সমিতিগুলো কী কী পদ্ধতিতে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে তা সমবায় সমিতি আইন ও বিধিতেও বলা আছে। সমবায় সমিতিগুলো তার আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সদস্যদের নিকট হতে শেয়ার, সঞ্চয় এর পাশাপাশি আমানত গ্রহণ, সরকারী সহায়তা, সরকারী ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। একইভাবে প্রয়োজন হলে ঋণপত্রও ইস্যু করে তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে। সমবায় আইন-বিধির যে সকল ধারা ও বিধিতে সমবায় সমিতির অর্থ সংগ্রহের সুযোগ রয়েছে তা নিম্নরূপ-

- ধারা-১৫: শেয়ার বিক্রয়,
- বিধি-১১: সঞ্চয় সংগ্রহ,
- ধারা-২৬: সদস্যদের নিকট হতে আমানত গ্রহণ,
- ধারা-২৬ক: সরকার কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রদান (ক) সমিতির শেয়ার ক্রয়, (খ) আর্থিক সহায়তা বা ঋণ প্রদান,
- ধারা-২৭: ঋণ পত্র ইস্যু,

- বিধি-৬৪: ঋণ গ্রহণ ও ঋণ পত্র ইস্যু,
- বিধি-৬৬: ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ,
- বিধি-৭৭: সরকার কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রদান-
  - সমিতির সদস্যদের পণ্য উৎপাদনে বা উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় সহজিকরণ,
  - সমিতি কর্তৃক কোন কৃষি বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা,
  - সমিতির সদস্যদের পূর্বের দেনা পরিশোধ, জমি ক্রয় ও উন্নয়ন বা সমিতির সদস্যগণের স্বার্থে চাষাবাদের সুবিধার জন্য কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন,
  - সমিতি বা উহার সদস্য কর্তৃক বাসগৃহ নির্মাণ,
  - সমিতি কর্তৃক উহার উপ-আইনের বিধান মোতাবেক পূর্বে গৃহীত কোন ঋণ পরিশোধ,
  - সমিতির সুষ্ঠু ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে নিয়োজিত কর্মচারীর বেতন-ভাতা প্রদান,
  - সমিতির নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট ক্ষতি বা লোকসানের আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ,
  - সরকারের নির্দেশের প্রেক্ষিতে কোন ভোগ্যপণ্য সংগ্রহ ও বিতরণ,
  - দারিদ্র্য বিমোচন,
  - সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন উদ্দেশ্য।
- বিধি-৭৮: সেচ চার্জ ধার্য। কোন সমবায় সমিতি কর্তৃক সেচ সুবিধা সৃষ্টি করলে তার জন্য সদস্য নয় এমন ব্যক্তির নিকট হতে সেচ চার্জ আদায় করতে পারবে।

সমবায় আইন ও বিধি মোতাবেক বিভিন্নভাবে পুঁজি সংগ্রহের সুযোগ থাকলেও বর্তমানে সমবায় সমিতিগুলো নিয়মিত শেয়ার-সঞ্চয়ের পাশাপাশি মেয়াদী আমানত (ফিক্সড ডিপোজিট), চুক্তিভিত্তিক আমানত(ডিপিএস) গ্রহণে বেশি আগ্রহী। এ সকল আমানতদারগণ সমিতির লাভ-ক্ষতিতে মনোযোগী নয়, বরং তার আমানতের সুদ ঠিকঠাক পেলেই হলো। সমিতির আইন-বিধি মানার বিষয় তাদের কাছে গুরুত্বহীন থাকে। ফলে সাধারণ সভা যে সমিতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে তা হয় না। সাধারণ সভা একটি অকার্যকর অঙ্গ হয়ে পড়ে, অভ্যন্তরীণ স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা থাকে না। সমিতিটি ব্যক্তিমালিকানাধীন 'এনজিও'তে পরিণত হয়।

সমবায়ের আর্থিক ঝুঁকি নির্ণয়কসমূহ:

দেশের বিভিন্ন জেলায় মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটিসহ ঋণপ্রদানকারী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠান সমূহের বিষয়ে বিগত ৯/১/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে সমবায় অধিদপ্তরের পায়রা সম্মেলন কক্ষে সকল জেলা সমবায় কর্মকর্তা, সকল বিভাগীয় যুগ্ম-নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ঝুঁকিপূর্ণ সমিতিগুলোর নির্ণায়ক চিহ্নিতকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে সমবায় অধিদপ্তরের আদেশ নং ৪৭.৬১.০০০০.০২৩.৪০.০২৭.২২.২৮ তারিখ ০১/০২/২০২৩ মূলে এক আদেশ জারি করা হয়। সে আদেশে ঝুঁকিপূর্ণ সমবায় সমিতি চিহ্নিতকরণে জন্য নিম্নোক্ত নির্ণয়কসমূহ নির্ধারণ করা হয়।

১) সমিতির নামে ব্যাংক হিসাব না খুলে নগদে লেনদেন পরিচালনা করা;
২) সাধারণ খতিয়ান ব্যবহার না করা;
৩) ব্যক্তি নামে ব্যাংক হিসাব খুলে সমিতির লেনদেন পরিচালনা করা;

ঝুঁকিপূর্ণ সমবায় সমিতির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: প্রতিরোধ ও প্রতিকার

৪) কর্মএলাকার বাহিরে কার্যক্রম পরিচালনা করা;
৫) গৃহীত আমানত/মূলধন ও বিনিয়োগের প্রকৃত তথ্য সমিতির হিসাব বহিতে লিপিবদ্ধ না করা;
৬) সমিতিতে পৃথক হিসাব বহি ব্যবহার করা ও মূলধন বিনিয়োগের খাত গোপন করা;
৭) মূলধনের অবক্ষয় ঘটিয়ে রাজস্ব ব্যয় নির্বাহ করা;
৮) অতিরিক্ত ব্যয় দেখিয়ে সমিতির অর্থ আত্মসাৎ, নিট লাভ হ্রাস ও মূলধনের অবক্ষয় ঘটানো;
৯) সমিতির টাকা আইন বহির্ভূতভাবে ব্যবহার করা;
১০) মুনাফা ও লভ্যাংশ নগদে পরিশোধ না করে সঞ্চয়ে স্থানান্তর করা বা নিয়মিত পরিশোধ না করা;
১১) ব্যাংকিং কার্যক্রমের অনুরূপ বিভিন্ন নামে মেয়াদি ও স্থায়ী আমানত সংগ্রহ করা;
১২) উচ্চ মুনাফার প্রলোভন দেখিয়ে আমানত গ্রহণ করা;
১৩) আমানত সংগ্রহের জন্য সদস্য/কর্মচারিকে কমিশন প্রদান;
১৪) সমিতির সদস্য নয় এমন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে লেনদেন করা;
১৫) একাধিক দপ্তরের নিবন্ধন নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করা;
১৬) শাখা/সুপারভাইজিং অফিস, সেবা কেন্দ্র ইত্যাদি নামে সমিতির একাধিক কার্যালয় থাকা;
১৭) পরিবারকেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনা কমিটি বিদ্যমান থাকা;
১৮) আবেদন যাচাই না করেই সদস্য ভর্তি করে নামে/বেনামে ঋণ প্রদান। অস্বাভাবিক মাত্রায় সদস্য ভর্তি ও বাতিল করা;
১৯) এজিএম এর সিদ্ধান্ত বহির্ভূতভাবে বিনিয়োগ/সম্পদ ক্রয় করা;
২০) সমিতির অর্থায়নে ব্যক্তি নামে জমি/সম্পদ ক্রয় করা;
২১) সমিতির সংক্ষিপ্ত বা বিকৃত নাম ব্যবহার করা;
২২) শেয়ার বিক্রয় ব্যতীত সদস্য ভর্তি ও সঞ্চয় গ্রহণ করা;
২৩) শেয়ারের ৪০ গুণের অধিক সদস্যকে ঋণ প্রদান করা;
২৪) হঠাৎ করে সমিতির ঠিকানা পরিবর্তন করা;
২৫) ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক উচ্চহারে ভাতা গ্রহণ;
২৬) সাধারণ সদস্যদের উপস্থিতিতে বার্ষিক সাধারণ সভা এবং নির্বাচন অনুষ্ঠান না করা;
২৭) নিবন্ধকের অনুমতি ব্যতীত বৃহৎ বিনিয়োগ/প্রকল্প গ্রহণ;
২৮) বিধি বহির্ভূতভাবে পরিবার ও স্বজনকেন্দ্রিক কর্মচারী নিয়োগ ও তাদের মোটা অঙ্কের পারিতোষিক প্রদান করা;
২৯) সভ্য নির্বাচনী এলাকা একাধিক উপজেলা/জেলা/বিভাগব্যাপী হওয়া;
৩০) সম্পদের চেয়ে দায় বেশি থাকা;
৩১) সমবায় সমিতির নামের সাথে কমার্স, ব্যাংক, ইনভেস্টমেন্ট, কমার্শিয়াল ব্যাংক, লীজিং, ফাইন্যান্সিং বা সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা;
৩২) সমবায় বিধি মোতাবেক নির্ধারিত পরিমাণ তারল্য সংরক্ষণ না করা;
৩৩) নিবন্ধক ও মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা, পরিদর্শন এবং তদন্ত কার্যক্রমে অসহযোগিতা করা;
৩৪) আমানতকারীদের জন্য সমিতির নামীয় চেক বই ব্যবহার করা এবং ব্যাংকের ন্যায় ক্যাশ কাউন্টারের মাধ্যমে আমানত সংগ্রহ করা;
৩৫) অতিরিক্ত ব্যয় দেখিয়ে সমিতির অর্থ আত্মসাৎ, নীট লাভ হ্রাস ও মূলধনের অবক্ষয় ঘটানো;
৩৬) সম্পাদিত অডিটের উপর সংশোধনী প্রতিবেদন দাখিল না করা এবং দাখিলকৃত প্রতিবেদন নিবন্ধকের বিবেচনায় যথাযথ না থাকা।

ঝুঁকিপূর্ণ সমবায় সমিতির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: প্রতিরোধ ও প্রতিকার

সমবায় সমিতি আইন ২০০১(সংশোধিত ২০১৩) এর ২৩খ ধারায় সমবায় সমিতির ব্যাংকিং কার্যাক্রম করার উপর বাধা-নিষেধ রয়েছে। ফলে ব্যাংকিং আইনে কি বিধান রয়েছে তা জানা দরকার। ব্যাংকিং আইনের যে সকল ধারা বা বিধান সমবায় সমিতিকে প্রভাবিত করে তা এখানে আলোচনার দাবী রাখে। এরূপ ধারা ও বিধানাবলি নিম্নে আলোচনা করা হলো

ব্যাংক-কোম্পানী আইনে সমবায়:

ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১

৩। (১) এই আইনের কোন কিছুই সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) অথবা সমবায় সমিতি সম্পর্কিত আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নিবন্ধিত কোন সমবায় সমিতি এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩২ নং আইন) এর অধীন ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সনদপ্রাপ্ত কোন ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, কোন সমবায় সমিতি সদস্য ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে অবৈধভাবে আমানত গ্রহণ করিলে ধারা ৪৪ এর অধীন ব্যাংক-কোম্পানী যেভাবে পরিদর্শন করা হয় বা উহাকে যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়, বাংলাদেশ ব্যাংক একইভাবে যে কোন সমবায় সমিতি পরিদর্শন করিতে এবং ঐ সকল সমিতিকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

৫। (ত) "ব্যাংক ব্যবসা" অর্থ কর্জ প্রদান বা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের নিকট হইতে টাকার এই রূপ আমানত গ্রহণ করা, যাহা চাহিবামাত্র বা অন্য কোনভাবে পরিশোধযোগ্য এবং চেক, ড্রাফট, আদেশ বা অন্য কোন পদ্ধতিতে প্রত্যাহারযোগ্য।

৭। ব্যাংকের কার্যাবলি:

(১) ব্যাংক-ব্যবসা ছাড়াও, কোন ব্যাংক-কোম্পানী নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন ব্যবসায় নিয়োজিত হইতে পারিবে, যথা:-

(ক) ঋণ গ্রহণ, অর্থ সংগ্রহ বা গ্রহণ;
(খ) জামানত লইয়া বা জামানত ব্যতিরেকে অগ্রিম অর্থ বা কর্জ প্রদান;
(গ) বিনিময় বিল, হুন্ডি, প্রতিশ্রুতিপত্র, কূপন, ড্রাফ্ট, বহনপত্র, রেলওয়ে রশিদ, ওয়ারেন্ট, ঋণপত্র, সার্টিফিকেট, মেয়াদী অংশগ্রহণ-পত্র, মেয়াদী অর্থ-সংস্থান-পত্র, মুশারিকা সার্টিফিকেট, মুদারাবা সার্টিফিকেট এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত অনুরূপ অন্যান্য দলিল এবং হস্তান্তর বা বিনিময়যোগ্য হউক বা না হউক এমন অন্যান্য দলিল ও স্মপত্তি নিদর্শন-পত্র, ক্ষেত্রমত, সম্পাদন, লিখন, দাবী প্রস্তুতকরণ, বাট্টাকরণ, ক্রয়, বিক্রয়, সংগ্রহ এবং লেনদেন,
(ঘ) লেটার অব ক্রেডিট, ট্রাভেলার্স চেক, ব্যাংক কার্ড এবং সার্কুলার নোট অনুমোদন ও ইস্যু করা;
(ঙ) স্বর্ণ, রৌপ্য ও অন্যান্য ধাতব মুদ্রা ক্রয়, বিক্রয় এবং লেনদেন;
(চ) বিদেশী ব্যাংক নোটসহ বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় এবং বিক্রয়;
(ছ) ষ্টক, তহবিল, শেয়ার, ডিবেঞ্জার-ষ্টক, বন্ড, দায় সম্পত্তি নিদর্শন-পত্র, মেয়াদী অংশগ্রহণ-পত্র, মেয়াদী অর্থ সংস্থান-পত্র, মুশারিকা সার্টিফিকেট, মুদারাবা সার্টিফিকেট এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য দলিল ও সর্বপ্রকার বিনিয়োগ গ্রহণ, ধারণ, কমিশন ভিত্তিতে প্রেরণ, এবং উহাদের দায় গ্রহণ ও লেনদেন,

ঝুঁকিপূর্ণ সমবায় সমিতির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: প্রতিরোধ ও প্রতিকার

(জ) বন্ড, দায় সম্পত্তি নিদর্শন-পত্র, মেয়াদী অংশগ্রহণ-পত্র, মেয়াদী অর্থ সংস্থান-পত্র, মুশারিকা সার্টিফিকেট, মুদারাবা সার্টিফিকেট এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য দলিল, সরকারের পক্ষে বা অন্যান্যদের পক্ষে ক্রয় ও বিক্রয়

(ঝ) ঋণ ও অগ্রিমের বন্দোবস্ত করা;

৮। বাংলাদেশে ব্যাংক-ব্যবসায়ে নিয়োজিত প্রত্যেক কোম্পানী উহার নামের অংশ হিসাবে "ব্যাংক" শব্দটি অথবা ইহা হইতে উদ্ভূত অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করিতে এবং ব্যাংক-কোম্পানী ব্যতীত অন্য কোন কোম্পানী কিংবা প্রতিষ্ঠান ইহার নামের অংশ হিসাবে এমন কোন শব্দ ব্যবহার করিবে না যাহাতে উহাকে ব্যাংক-কোম্পানী হিসাবে মনে করিবার অবকাশ থাকে;

৫১। অন্য কোন আইনে বা এই আইনের অন্যত্র যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট যদি এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে, কোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন ব্যক্তি ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘনক্রমে জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করিতেছে বা ব্যাংক-ব্যবসা পরিচালনা করিতেছে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক,

(ক) উক্ত কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে, বা ব্যাংক-ব্যবসা করিতেছেন বা কোন সময় করিয়াছিলেন বা উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এমন কোন ব্যক্তিকে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, উপরিউক্তরূপ ব্যবসার সহিত সম্পর্কিত উক্ত কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির অবগতিতে, দখলে, জিম্মায় বা নিয়ন্ত্রণে আছে এমন কোন তথ্য, দলিল বা নথিপত্র দাখিল করার নির্দেশ দিতে পারিবে;

(খ) উক্ত কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির বা ব্যাংক-ব্যবসা করিতেছেন বা কোন সময় করিয়াছিলেন বা উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এমন কোন ব্যক্তির যে কোন অংগনে প্রবেশ করিয়া তল্লাশী করিতে এবং উহাদের বা উহাদের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর দখল, নিয়ন্ত্রণ বা জিম্মায় রহিয়াছে ব্যাংক-ব্যবসা সংক্রান্ত এমন সব বই, হিসাবের খাতাপত্র, দলিল বা নথিপত্র আটক করিতে যে কোন ব্যক্তিকে ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে;

(গ) দফা (খ)তে উল্লখিতি কোন বহি, হিসাবের খাতাপত্র, দলিল বা নথিপত্র পরিদর্শন বা পরীক্ষা করিতে পারিবে এবং উক্ত দফায় উল্লিখিত কারণে ব্যক্তি, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে;

(ঘ) উক্ত কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির বা দফা (খ) তে উল্লিখিত যে কোন ব্যক্তি, কর্মকতা বা কর্মচারীর ক্ষেত্রে ধারা ৪৪ এর উপ-ধারা (১), (২), (৪) ও (৫) এ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলীর যতটুকু প্রযোজ্য হয় ততটুকু প্রয়োগ করিতে পারিবে;

ঝুঁকিপূর্ণ সমবায় সমিতির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: প্রতিরোধ ও প্রতিকার

৫২। (১) বাংলাদেশ ব্যাংক, এতদুদ্দেশ্যে যেইরূপ সংগত মনে করে (সেইরূপ তদন্তের পর, যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে) যে, কোন ১৯৮ কোম্পানী বা ধারা ৫১ তে উল্লিখিত কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি ধারা ৩১(১) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া ব্যাংক-ব্যবসা পরিচালনা করিতেছেন, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক সেই মর্মে একটি ঘোষণা প্রদান করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ ঘোষণা প্রদানের পূর্বে উক্ত কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে প্রস্থাবিত ঘোষণার বিরুদ্ধে উহার বা তাঁহার বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ দিতে হইবে৷

৫৩৷ কোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন ব্যক্তি সম্পর্কে ধারা ৫২(১) এর অধীন কোন ঘোষণা প্রকাশিত হইলে, উক্ত কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি উহার বা তাঁহার সকল কাজ ও লেনদেন হইতে বিরত থাকিবে, এবং উক্ত ঘোষণা প্রকাশনার পর, উক্ত কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি, বা উহার বা তাঁহার পক্ষে কার্যরত কোন ব্যক্তি, বা অনুরূপভাবে কার্যরত বলিয়া বিবেচিত কোন ব্যক্তির সহিত কোন লেনদেন করা হইলে, উক্ত লেনদেন অকার্যকর হইবে৷

৫৪। (১) ধারা ৫৩ তে যাহাই বিধৃত থাকুক না কেন, কোন কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন ব্যক্তি সম্পর্কে ধারা ৫২(১) এর অধীন কোন ঘোষণা প্রকাশিত হইলে, উক্ত কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির বা উহার বা তাঁহার পক্ষে কোন ব্যক্তির দখলে, তত্ত্বাবধানে, নিয়ন্ত্রণে বা জিম্মায় আছে এমন সব টাকা-পয়সা, স্থাবর সম্পত্তি, শেয়ার, সম্পত্তির স্বত্ব-দলিল বা অন্য কোন দলিল, যত শীঘ্র সম্ভব, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত কোন ব্যাংক-কোম্পানী, বা বাংলাদেশ ব্যাংক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন ব্যক্তির নিকট জমা রাখিতে হইবে।

১০৯। (১) যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন লাইসেন্স প্রাপ্ত না হইয়া ব্যাংক ব্যবসা করেন বা ব্যাংক ব্যবসা করার জন্য প্রাপ্ত লাইসেন্স বাতিল হইয়া যাওয়ার পরেও ব্যাংক ব্যবসা করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদন্ডে এবং অন্যূন দুই লক্ষ টাকা এবং অনধিক বিশ লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১১৫। কোন ব্যাংক-কোম্পানী, বাংলাদেশ ব্যাংক বা সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারিশক্রমে এতদুদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত কোন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান ব্যতীত, অন্য কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি চেক দ্বারা প্রত্যাহারযোগ্য কোন আমানত গ্রহণ করিতে পরিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে,এই ধারার কোন কিছুই সরকার কর্তৃক পরিচালিত কোন সঞ্চয় ব্যাংক স্কীমের ক্ষেত্রের প্রযোজ্য হইবে না।

ব্যাংক কোম্পানি আইনের ধারা ৩, ৫, ৮, ৫১, ৫২, ৫৩, ১০৯ ও ১১৫ মোট ৮টি ধারা সমবায় সমিতির বিষয়কে স্পর্শ করেছে। (৩) ব্যাংক কোম্পানি আইনটি সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, অর্থাৎ এ আইনের সুবিধাদি সমবায় সমিতির জন্য নয়। (৫) সমবায় সমিতি ব্যাংকিং ব্যবসা করতে পারবে না। আর তা হলো এমনভাবে অর্থ নেওয়া যা চাহিবা মাত্র তাকে দিতে বাধ্য থাকা। সমবায় সমিতিগুলো সদস্যের নিকট হতে দুইভাবে টাকা নিতে পারে- (১) শেয়ার, যা কখনোই ফেরতযোগ্য নয়, (২) সঞ্চয় আমানত, যা ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে ফেরত দেওয়া যায় না। (খ) চেক বই ব্যবহার, অনেক

সমবায় সমিতি তার সদস্যকে গ্রাহক বিবেচনা করে তার টাকা যখন তখন উত্তোলনের সুযোগ দিতে তাকে সমিতি কর্তৃক ইস্যুকৃত চেক বই দেয়া হয়, যা সমবায় আইনে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। (৮) সমিতি তার নামের অংশ হিসেবে ব্যাংক শব্দ ব্যবহার করতে পারবে না। অনেক সমবায় সমিতি অনুমোদনহীনভাবে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে তার নামের সাথে ব্যাংক বা অনুরূপ শব্দ যোগ করে যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে এটা ব্যাংক। ৫১। সমবায় সমিতি ব্যাংক ব্যবসা করলে ৭ (সাত) বৎসরের কারাদন্ড এবং অন্যূন দুই লক্ষ অনধিক বিশ লক্ষ টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডনীয় হবে। ৫২। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিরেকে ব্যাংকি ব্যবসা করলে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি ঘোষণা প্রদান করতে পারবে। এটি বাংকিং আইন লংঘনের প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে। ৫৩। ঘোষণার পর উক্ত সমিতি বা ব্যক্তির সাথে কোনরূপ লেনদেন করা যাবে না। লেনদেন করা হলে তা অকার্যকর হবে। ১০৯। লাইসেন্স ব্যতীত ব্যাংক ব্যবসা করেন তবে ৭ (সাত) বৎসরের কারাদন্ড এবং অন্যূন দুই লক্ষ অনধিক বিশ লক্ষ টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডনীয় হবে। ১১৫। কোন সমবায় সমিতি তার সদস্যকে চেক বহি ইস্যু করতে পারবে না। অনেক সমবায় সমিতি সদস্যদের আমানত উত্তোলনের জন্য চেক বহি ইস্যু করে যা এ আইনে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কারণ সমবায় সমিতির আমানত ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে পরিশোধ করার সুযোগ নেই।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন ২০০৬

সমবায় সমিতি আইন ২০০১ (সংশোধিত ২০১৩) এর ধারা ৩ এ সমবায় সমিতিগুলিকে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন ২০০৬ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। ফলে সমবায় সমিতিগুলো এ আইনের বাধা-নিষেধে বারিত হবে না।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে সমবায়:

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন বাংলাদেশের জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আইন। আইনটি সমবায় সমিতিকেও এটি সত্তা এবং রিপোর্ট প্রদানকারী হিসেবে নির্ধারণ করেছে। ফলে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের কোন ধারায় কিভাবে সমবায় সমিতিগুলোকে এবং সমবায় অধিদপ্তরকে সম্পৃক্ত ও যুক্ত করা হয়েছে তা জানা দরকার। নিম্নে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

২। সংজ্ঞা

(ফ) "মানিলন্ডারিং" অর্থ-

(অ) নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত সম্পত্তি জ্ঞাতসারে স্থানান্তর বা রূপান্তর বা হস্তান্তর:

(১) অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ প্রকৃতি, উৎস, অবস্থান, মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ গোপন বা ছদ্মাবৃত্ত করা; অথবা

(২) সম্পৃক্ত অপরাধ সংগঠনে জড়িত কোন ব্যক্তিকে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে সহায়তা করা;

(আ) বৈধ বা অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ বা সম্পত্তি নিয়ম বহির্ভূতভাবে বিদেশে পাচার করা;

(ই) জ্ঞাতসারে অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করিবার উদ্দেশ্যে উহার হস্তান্তর, বিদেশে প্রেরণ বা বিদেশ হইতে বাংলাদেশে প্রেরণ বা আনয়ন করা;

(ঈ) কোন আর্থিক লেনদেন এইরূপভাবে সম্পন্ন করা বা সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করা যাহাতে এই আইনের অধীন উহা রিপোর্ট করিবার প্রয়োজন হইবে না;
(উ) সম্পৃক্ত অপরাধ সংঘটনে প্ররোচিত করা বা সহায়তা করিবার অভিপ্রায়ে কোন বৈধ বা অবৈধ সম্পত্তির রূপান্তর বা স্থানান্তর বা হস্তান্তর করা;
(ঊ) সম্পৃক্ত অপরাধ হইতে অর্জিত জানা সত্ত্বেও এই ধরণের সম্পত্তি গ্রহণ, দখলে নেওয়া বা ভোগ করা;
(ঋ) এইরূপ কোন কার্য করা যাহার দ্বারা অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করা হয়;
(এ) উপরে বর্ণিত যে কোন অপরাধ সংঘটনে অংশগ্রহণ; সম্পৃক্ত থাকা, অপরাধ সংঘটনে ষড়যন্ত্র করা, সংঘটনের প্রচেষ্টা অথবা সহায়তা করা, প্ররোচিত করা বা পরামর্শ প্রদান করা;

(ব) "রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা" অর্থ-
(অ) ব্যাংক
(আ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান;
(ই) বীমাকারী;
(ঈ) মানি চেঞ্জার;
(উ) অর্থ অথবা অর্থমূল্য প্রেরণকারী বা স্থানান্তরকারী যে কোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান;
(ঊ) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতিক্রমে ব্যবসা পরিচালনাকারী অন্য কোন প্রতিষ্ঠান;
(ঋ) (১) স্টক ডিলার ও স্টক ব্রোকার,
(২) পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও মার্চেন্ট ব্যাংকার,
(৩) সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান,
(৪) সম্পদ ব্যবস্থাপক;
(এ) (১) অলাভজনক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান;
(২) বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা;
(৩) সমবায় সমিতি;

(ম) "সত্তা" অর্থ কোন আইনী প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বাণিজ্যিক বা অবাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমবায় সমিতিসহ এক বা একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত যে কোন সংগঠন;

(য) "সন্দেহজনক লেনদেন" অর্থ এইরূপ লেনদেন-
(১) যাহা স্বাভাবিক লেনদেনের ধরণ হইতে ভিন্ন;
(২) যেই লেনদেন সম্পর্কে এইরূপ ধারণা হয় যে,
(ক) ইহা কোন অপরাধ হইতে অর্জিত সম্পদ,
(খ) ইহা কোন সন্ত্রাসী কার্যে, কোন সন্ত্রাসী সংগঠনকে বা কোন সন্ত্রাসীকে অর্থায়ন;
(৩) যাহা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময়ে সময়ে, জারীকৃত নির্দেশনায় বর্ণিত অন্য কোন লেনদেন বা লেনদেনের প্রচেষ্ঠা;

(র) "সমবায় সমিতি" অর্থ সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ এর ৪৭নং আইন) এর ধারা ২(২০) এর সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠান যাহা আমানত গ্রহণ বা ঋণ প্রদান কাজে নিয়োজিত;

৪। মানিলন্ডারিং অপরাধ ও দন্ড।

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মানিলন্ডারিং একটি অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

ঝুঁকিপূর্ণ সমবায় সমিতির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: প্রতিরোধ ও প্রতিকার

(২) কোন ব্যক্তি মানিলন্ডারিং অপরাধ করিলে বা মানিলন্ডারিং অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা, সহায়তা বা ষড়যন্ত্র করিলে তিনি অন্যূন ৪ (চার) বৎসর এবং অনধিক ১২ (বার) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দ্বিগুণ মূল্যের সমপরিমাণ বা ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত, যাহা অধিক, অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(৩) আদালত কোন অর্থদন্ড বা দন্ডের অতিরিক্ত হিসাবে দন্ডিত ব্যক্তির সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে যাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানিলন্ডারিং বা কোন সম্পৃক্ত অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত বা সংশ্লিষ্ট।

(৪) এই ধারার অধীন কোন সত্তা মানিলন্ডারিং অপরাধ করিলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের অন্যূন দ্বিগুণ অথবা ২০ (বিশ) লক্ষ্য টাকা, যাহা অধিক হয়, জরিমানা করা যাইবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাতিলযোগ্য হইবে।

(৫) সম্পৃক্ত অপরাধে অভিযুক্ত বা দন্ডিত হওয়া মানিলন্ডারিং এর কারণে অভিযুক্ত বা দন্ড প্রদানের পূর্বশর্ত হইবে না।

৯। অপরাধের তদন্ত ও বিচার।- (১) অন্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ নং আইন) এর অধীন তফসিলভুক্ত অপরাধ গণ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন বা কমিশন হইতে তদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনের কোন কর্মকর্তা বা দুর্নীতি দমন কমিশন হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্তযোগ্য হইবে।

১৭। সম্পত্তির বাজেয়াপ্তকরণ।—(১) এই আইনের অধীন কোন ব্যক্তি বা সত্তা মানিলন্ডারিং অপরাধে দোষী সাব্যস্থ হইলে আদালত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত দেশে বা দেশের বাহিরে অবস্থিত যে কোন সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২৩। মানিলন্ডারিং অপরাধ দমন ও প্রতিরোধে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব।– (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিম্নরূপ ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকিবে, যথা:—

(ক) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে প্রাপ্ত নগদ লেনদেন ও সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত তথ্যাদি বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত যে কোন তথ্য রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে সংগ্রহ এবং উহার ডাটা সংরক্ষণ করা এবং ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উক্ত তথ্যাদি প্রদান করা;

(খ) কোন লেনদেন মানিলন্ডারিং বা কোন সম্পৃক্ত অপরাধ এর সহিত সম্পৃক্ত বলিয়া ধারণা করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকিলে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে উক্তরূপ লেনদেন সম্পর্কিত যে কোন তথ্য বা প্রতিবেদন সংগ্রহ করা;

২৫। মানিলন্ডারিং অপরাধ প্রতিরোধে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার দায়-দায়িত্ব।—

(১) মানিলন্ডারিং অপরাধ প্রতিরোধে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিম্নরূপ দায়-দায়িত্ব থাকিবে, যথাঃ—

(ক) উহার গ্রাহকের হিসাব পরিচালনাকালে গ্রাহকের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংরক্ষণ করা;

(খ) কোন গ্রাহকের হিসাব বন্ধ হইলে বন্ধ হইবার তারিখ হইতে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত উক্ত হিসাবের লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করা;

(গ) দফা (ক) ও (খ) এর অধীন সংরক্ষিত তথ্যাদি বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক, সময় সময় সরবরাহ করা;

ঝুঁকিপূর্ণ সমবায় সমিতির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: প্রতিরোধ ও প্রতিকার

(ঘ) ধারা ২ (য) এ সংজ্ঞায়িত কোন সন্দেহজনক লেনদেন বা লেনদেনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হইলে স্ব-উদ্যোগে অবিলম্বে বাংলাদেশ ব্যাংকে 'সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট' করা।

(২) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে বাংলাদেশ ব্যাংক-

(ক) উক্ত সংস্থাকে অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে; এবং

(খ) দফা (ক) এর অধীন আরোপিত জরিমানার অতিরিক্ত উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অনুমতি বা লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে বিষয়টি অবহিত করিবে

২৭। সত্তা কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।—এই আইনের অধীন কোন অপরাধ কোন সত্তা কর্তৃক সংঘটিত হইয়া থাকিলে উক্তরূপ অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে সত্তার এইরূপ প্রত্যেক মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা প্রতিনিধি উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা। এই ধারায় “পরিচালক” বলিতে সত্তার কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ড, যে নামেই অভিহিত হউক, এর সদস্যকেও বুঝাইবে।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের ধারা ২, ৪, ৯, ১৭, ২৩, ২৫ ও ২৭ মোট ৭টি ধারা সমবায় সমিতির বিষয়কে স্পর্শ করেছে। ২ ধারায় সংজ্ঞায় মানিলন্ডারিং এর ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে এবং প্রত্যেক সমবায় সমিতি একটি রিপোর্ট প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ধারার বিধান বলে প্রত্যেক সমবায় সমিতি তার সদস্যের তথ্য ও সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কে সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করবে। ৪ ধারায় মানিলন্ডারিং অপরাধ সংঘটিত হলে কি দন্ড আরোপ হবে বলা হয়েছে, এ ধারায় ৭ বৎসরের কারা দন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। ৯ ধারায় এই সকল অপরাধের বিষয়টি কোন সংস্থা তদন্ত করবে তা নির্ধারণ করা হয়েছে, এতে দুদক দ্বারা তদন্তের বিধান রাখা হয়েছে। কোন সমবায় সমিতি এ অপরাধ করলে সমবায় প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে সমবায় অধিদপ্তর দুদকে অভিযোগ দাখিল করবে। ১৭ ধারায় অপরাধী সমবায় সমিতি বা ব্যক্তির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। ২৩ ধারায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা, ২৫ ধারায় রিপোর্টপ্রদানকারী সমবায় সমিতির দায়িত্ব বর্ণনা করা হয়েছে এবং ধারা ২৭ এ সত্তা তথা সমবায় সমিতি এ অপরাধ কররে তার নিবন্ধন বাতিলের বিধান করা হয়েছে। ফলে এই আইনের অধীনে প্রত্যেক সমবায় সমিতি তার সদস্যের আর্থিক লেনদেন সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংককে তথ্য দিতে বাধ্য। এই তথ্য সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে দিতে হয় এবং দেওয়া হয়। কোন সমবায় সমিতি মানিলন্ডারিং অপরাধ করলে তার নিবন্ধন করে উক্ত প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং আইনে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুদকে মামলা করার সুযোগ রয়েছে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (প্রতিরোধ ও প্রতিকার):

প্রতিনিয়তই দেশের কোন না কোন সমবায় সমিতির অফিস বন্ধ, গ্রাহকের অর্থ আত্মসাৎ করা, বা কর্তৃপক্ষের পালানোর ঘটনা ঘটছে এবং তা কোন না কোনভাবে মিডিয়ায় প্রকাশিত হচ্ছে। এ সকল সমস্যার বেশির ভাগের, প্রকৃত পক্ষে কোনটিরই সুষ্ঠু সমাধান করা সম্ভব হয়নি। কী কী লক্ষণ দেখা গেলে নিশ্চিত হওয়া যাবে

যে সমিতিটি বন্ধ হয়ে যাওয়া বা পালিয়ে যাবে তা সমবায় অধিদপ্তরের আদেশটিতে নির্দেশ করা আছে। কিন্তু সমিতিটি শীঘ্রই বন্ধ হয়ে যাবে বা কমিটির লোকজন পালিয়ে যাবে বিষয়টি বোঝার পর সমবায় অফিসের কী করণীয় আছে তা অনেকটাই অস্পষ্ট এবং পালিয়ে যাওয়ার পর সমবায় অফিসের কী করণীয় তা সম্পূর্ণ অজানা। এই কারণে পালানো প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে না এবং পালানোর পরও দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি। বিষয়টি দুটি পর্বে আলোচনা করা যায়, প্রতিরোধ তথা পালানোর আগে করণীয় এবং প্রতিকার তথা পালানোর পর করণীয়।

প্রতিরোধ তথা পালানোর আগে করণীয়:

১. **নিবন্ধন নিয়ন্ত্রণ**: নিবন্ধনের আবেদন পাওয়ার পর সদস্যদের নিয়ে নিবন্ধনপূর্ব প্রাক-নিবন্ধন প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। সকল সদস্যের তথ্য যাচাই করতে হবে। সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম বুঝিয়ে দেওয়া এবং কর্মসৃজনমুখী পদ্ধতিতে কাজ করতে উৎসাহী করা। সমবায় আদর্শের না হলে নিবন্ধন প্রত্যাখ্যান করা।

২. **আইন-বিধির পূর্ণ বাস্তবায়ন**: ধারা ২৪ এ নির্ধারিত রেজিস্টারসমূহের যথাযথ সংরক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা। নিবন্ধনের পর হতেই সমিতিকে আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

ক) নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, নিয়মিত নির্বাচন, নিয়মিত সাধারণ সভা, সাধারণ সভায় বাজেট অনুমোদন, বিধি- মোতাবেক বাজেটে নিবন্ধকের অনুমোদন, মাসিক ও ত্রৈমাসিক রিটার্ন দাখিল নিশ্চিত করা। সদস্য ভর্তির ক্ষেত্রে সদস্যের আবেদন, জাতীয় পরিচয়পত্র, ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় নাম উল্লেখপূর্বক অনুমোদন, কমিটির সভায় অনুমোদনের পর রশিদ মূলে ভর্তি ফি, শেয়ার-সঞ্চয় আদায়, আদায়কৃত শেয়ার-সঞ্চয় জমা-খরচ বহিতে তারিখ ভিত্তিক লিপিবদ্ধকরণ, জমা-খরচ বহির তথ্য (খাতওয়ারি আদায়ের অংক) কানেক্টিং লেজারে (সাধারণ খাতিয়ান ও ব্যক্তিগত খতিয়ান) লিপিবদ্ধকরণ, ঋণ কার্যক্রম থাকলে ঋণের আবেদন, ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় নাম ও ঋণের পরিমাণ উল্লেখপুর্বক অনুমোদন, কমিটির অনুমোদনের পর চেক মারফত ঋণ প্রদান, ঋণ প্রদান এবং ঋণ আদায়ের তথ্য উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে তারিখভিত্তিক জমা-খরচ বহিতে, সেখান থেকে খাতওয়ারি সাধারণ খতিয়ানে এবং সংশ্লিষ্ট সদস্যের ব্যক্তিগত খতিয়ানে লিপিবদ্ধ করা নিশ্চিত করতে হবে।

খ) সমিতিতে সদস্য বহি, আদায় রশিদ, জমা-খরচ বহি, সাধারণ খতিয়ান, শেয়ার-সঞ্চয় খতিয়ান, ঋণ খতিয়ান, ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার নোটিশ বহি, রেজুলেশন বহি, সাধারণ সভার নোটিশ বহি, রেজুলেশন বহি, সমিতির নামীয় ব্যাংক হিসাব, সমিতির অফিসিয়াল গোল সীল, সমিতির নিবন্ধন নং ও ঠিকানা সম্বলিত সাইনবোর্ড, নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি, কর্মচারী থাকলে ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন ও নিয়োগ পত্র, নিবন্ধক কর্তৃক অনুমোদিত চাকরি বিধি থাকতে হবে। কোন শাখা অফিস থাকবে না, কোন আমানত গ্রহণ করতে পারবে না। মূলধন অবক্ষয় করে সমিতি পরিচালনা করা যাবে না, আয়ের মধ্যে ব্যয় সীমিত রাখতে হবে অথবা প্রয়োজনানুযায়ী সদস্যদের নিকট হতে পরিচালন চাঁদা আদায় করতে হবে। সমিতির টাকায় কোন জমি বা সম্পদ কেনা হলে তা সমিতির নামেই হতে হবে। সম্পাদক বা কোন ব্যক্তিনামে কেনা যাবে না। ভূমি অফিস বা সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে সম্পদের মালিকানা বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। বিধি-৫৭ মোতাবেক ৩০ জুলাই তারিখের মধ্যে বিগত বছরের বার্ষিক হিসাব বিবরণী উপজেলা সমবায় অফিস ও জেলা সমবায় অফিসে দাখিল করবে, ধারা ১৭(৩) অনুযায়ী অডিট সম্পাদনের ৬০ দিনের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করবে, বার্ষিক সাধারণ সভায় অর্জিত

লাভ বিধি ৮৩ মোতাবেক লভ্যাংশ আকারে সদস্যদের মধ্যে নগদে বা ব্যাংক মাধ্যমে বিতরণ করবে।

৩. **অডিটরের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা**: সমিতির আর্থিক লেনদেন ভলিউম বেড়ে গেলে উপজেলা পর্যায়ের সহকারী পরিদর্শকগণের পক্ষে অডিট করা সম্ভব হয় না। অনেক ক্ষেত্রে পরিদর্শক বা উপজেলা সমবায় অফিসারগণের পক্ষেও সম্ভব হয় না। অডিট অফিসারদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে অধিদপ্তর নিয়মিত অডিটিং প্রশিক্ষণ কোর্স এবং বিভাগীয় সমবায় অফিস, আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিউট ও জেলা সমবায় কার্যালয় প্রয়োজনানুযায়ী প্রতি বছর অডিটিং প্রশিক্ষণ কোর্স করবে। এ সকল কোর্সে মাঠের বিদ্যমান সমস্যা ও করণীয় আলোচনা ও আইন-বিধির আলোকে সমাধান প্রদান করতে হবে।

৪. **পরিদর্শন বৃদ্ধি করা**: মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রত্যেক পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য নির্দিষ্ট প্রমাপ নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্ধারিত প্রমাপ অনুযায়ী নিয়মিত সমিতিগুলো পরিদর্শন করা এবং পরিদর্শন কালে আইন-বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র ও খাতাপত্র, বহিআদি রক্ষিত আছে কিনা, ব্যবহার করা হয় কিনা, হালনাগাদ লেখা আছে কিনা, লিপিবদ্ধকরণে বা সংরক্ষণে বা সম্পাদিত কার্যক্রমে গুরুতর কোন অনিয়ম বা অর্থ আত্মসাৎ উদ্ঘাটিত হয়েছে কিনা তা প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে। "পরামর্শ দেওয়া হলো" ধরনের মন্তব্য দিয়ে গতানুগতিক প্রতিবেদন প্রদানকারী পরিদর্শককে জবাবদিহিতায় আনতে হবে।

৫. ঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিত সমিতিকে দক্ষ অডিটের নামে বরাদ্দ প্রদান, প্রতি বৎসর একই অডিটরের নামে বরাদ্দ প্রদান না করা। জুলাই মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে হিসাব বিবরণী নিবন্ধকের গ্রহণ প্রেরণ নিশ্চিত করা এবং জুলাই মাসের মধ্যে অডিট সম্পাদন নিশ্চিত করা। অডিট প্রতিবেদন নিবন্ধক কর্তৃক স্বয়ং পর্যালোচনা করা, স্থিতিপত্র অনুযায়ী রেকর্ডপত্র সঠিক ও সংরক্ষিত আছে কিনা, শেয়ার, সঞ্চয়, ঋণ, অন্যান্য দেনার বিস্তারিত তালিকা সংযুক্ত আছে কিনা, পাওনা সঠিক আছে কিনা, জমি থাকলে তা সমিতির নামে খারিজ ও হালনাগাদ খাজনা পরিশোধ করা আছে কিনা যাচাই করা। কোন ধরনের অনিয়ম পাওয়া গেলে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬. **আমানত সুরক্ষা তহবিল সৃষ্টি করা:** নিবন্ধনকালে এবং তৎপরবর্তীতে সমিতির অনুমোদিত শেয়ার মূলধনের সাথে আদায়কৃত বা পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের অনুপাত যথাযথ রাখতে হবে। আদায়কৃত শেয়ার মূলধনের সর্বোচ্চ ১০ গুণ অনুমোদিত মূলধন রাখতে হবে। ধারা ২৬খ আদায়কৃত শেয়ার মূলধনের অন্যূন ২৫% টাকা সমিতির সভাপতি/সম্পাদক এবং জেলা সমবায় অফিসারের স্বাক্ষরে **"..... সমবায় সমিতি লিঃ এর আমানত সুরক্ষা তহবিল**" নামে ব্যাংক হিসেবে জমা রাখতে হবে। এ তহবিলের টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ-মুনাফা বার্ষিক অডিটে লাভ-ক্ষতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৭. **তারল্য নিশ্চিত করা:** সমিতির আদায়কৃত মোট সঞ্চয় আমানতের মধ্যে সর্বোচ্চ ৭৫% টাকা ঋণ বা বিনিয়োগে ব্যবহার করা যাবে, বিধি-৬৭ মোতাবেক অবশিষ্ট ২৫% টাকা আবশ্যিকভাবে ব্যাংক হিসেবে জমা রাখতে হবে।

৮. **অনিয়ম-আত্মসাৎ উদ্ঘাটিত হলে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ:** কোন সমিতিকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হলে ঝুঁকির যে যে নির্ণয়ক চিহ্নিত করা হয়েছে তার ভিত্তিতে আইনানুগ নির্দেশ প্রদান করা। অনিয়ম হলে দ্রুত সংশোধন করে সংশোধনী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ

প্রদান করা, অর্থ আত্মসাৎ উদঘাটিত হলে আত্মসাৎকৃত টাকা সমিতির তহবিলে জমা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা। অনিয়ম সংশোধন না করলে বা নির্দেশনা বাস্তবায়ন করে বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিল না করলে বা আত্মসাৎকৃত অর্থ সমিতির তহবিলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা প্রদান না করলে অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিযোগ পাওয়া গেলে সমবায় সমিতি আইন-২০০১ এর ৪৯ ধারায় তদন্তের আদেশ প্রদান এবং প্রাপ্ত তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তদন্তের সুপারিশের ভিত্তিতে দায়ী সদস্য চিহ্নিত করা, দায়ী সদস্য বা সদস্যগণকে বহিষ্কার করা বা ব্যবস্থাপনা কমিটি ভেঙ্গে দেওয়া। জরিমানা বা পাওনা থাকলে আদায়ে মামলা করা। অর্থ আত্মসাৎ থাকলে ৮৩ ধারায় সুনির্দিষ্টভাবে দায় নির্ধারণ করে দায় পরিশোধের আদেশ প্রদান করা। অর্থ পরিশোধ করা না হলে জেলা সমবায় অফিসার বা অবসায়ক (যদি অবসায়নে থাকে) কর্তৃক থানায় মামলা করা।

৯. **গণহারে সদস্য ভর্তি বন্ধ করা:** প্রত্যেক সমবায় সমিতির একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। সাধারণত সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বা কল্যাণ সাধন। এ লক্ষ্য অর্জনের কোন ধরনের চেষ্টা না করে শুধুমাত্র লাভ অর্জনই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। ঋণ প্রদানের জন্য সদস্য ভর্তি করে, ঋণ পরিশোধ হওয়া মাত্র সদস্য পদ বাতিল। প্রতিদিন শত শত সদস্য ভর্তি করা হয়, প্রতিদিন শত শত সদস্য বাতিল করা হয়। এদের কমিটির রেজুলেশন শুধু সংখ্যা লেখা থাকে যেমন ২৩০জনকে ভর্তির অনুমোদন দেওয়া হলো ইত্যাদি। একটি আদর্শ সমবায় সমিতির জন্য এটি কোনভাবেই কাম্য নয়। সদস্যদের জীবিকার ব্যবস্থা করা, কর্মসংস্থান করাই সমিতির মূল লক্ষ্য। যাকে ঋণ দেওয়া হচ্ছে সে কীভাবে ঋণ ব্যবহার করবে, গৃহীত ঋণের টাকা বিনিয়োগ করে ২০% লাভ করে তাকে ১৫% দিতে পারবে কিনা সে বিষয়ে সমিতি কোন চিন্তা করে না, দায়িত্ব নেয় না। এটি রোধকল্পে প্রত্যেক সমবায় সমিতি ঋণ প্রদানের পূর্বে তাকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দিয়েছে কিনা, ঋণের টাকা বিনিয়োগের বিষয়ে সমিতি কোন মনিটরিং করে কিনা, কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা বা দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সমিতির কোন কার্যক্রম আছে কিনা। যাদেরকে বাতিল করা হলো তাদের কেন বাতিল করা হলো এবং কেন শত শত সদস্য পদ বাতিলের আবেদন দিচ্ছে সে বিষয়ে সমিতির কোন বিশ্লেষণ আছে কিনা তা নিশ্চিত করা।

১০. শেয়ার হালনাগাদকরণ: আইনের ধারা ১৫ অনুযায়ী নিবন্ধনকালে উপ-আইনে নির্ধারিত হারে শেয়ারের টাকা আদায় করা যাবে। কিন্তু নিবন্ধনের পর যারা সদস্য ভর্তি হবে তাদেরকে অবশ্যই শেয়ারের পুনর্মূল্যায়িত টাকা পরিশোধ করতে হবে। ফলে প্রতি বৎসর প্রত্যেক সমবায় সমিতির শেয়ার পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। শেয়ারের মূল্য পুনর্মূল্যায়ন না করা পর্যন্ত কোনভাবে কোন সদস্য ভর্তি করার সুযোগ নেই।

১১. খাতাপত্র উদ্ধার: সমবায় অফিসের যদি এমন সন্দেহ হয় যে সমিতি তথ্য ও হিসাবাদি উপস্থাপন করছে তা প্রকৃত নয়, বরং প্রকৃত লেনদেনের জন্য অন্য খাতাপত্র ব্যবহার করা হয় অথবা গোপনে সদস্যদের নিকট হতে আরো আমানত বা এফডিআর নেওয়া আছে যা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি তাহলে প্রকৃত খাতা পত্র উপস্থাপনের জন্য চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর মাধ্যমে সমবায় সমিতি আইন ৭৯ ধারায় খাতাপত্র জব্দ, অফিস তল্লাসী করতে হবে। অনিয়ম পাওয়া গেলে মানি লন্ডারিং আইনে দুদকে মামলা করে দিতে হবে।

১২. **প্রচলিত বিধানে অফিসের পক্ষ থেকে মামলা করা:** তদন্তের ক্ষেত্রে রেকর্ডপত্র উপস্থাপন করে তদন্তকাজে সহযোগিতা না করলে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে সমন জারি করা, সমনের প্রেক্ষিতে হাজির না হলে সিএমএম আদালতে ওয়্যারেন্ট ইস্যুর জন্য আবেদন করা। তদন্তে দায় ধার্য হয়ে থাকলে উক্ত দায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধে ব্যর্থ হলে আদালতে মামলা করা।

ঝুঁকিপূর্ণ সমবায় সমিতির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: প্রতিরোধ ও প্রতিকার

১৩. সমিতির নিবন্ধন বাতিল করা: সমিতির কার্যক্রমে আইন-বিধি লংঘন থাকলে গুরুতর অনিয়ম থাকলে সমিতির নিবন্ধন বাতিল করা বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অবসায়নে ন্যস্ত করা।

১৪. সমিতিগুলোকে "শতভাগ কর্মমুখী সমবায়" হিসেবে রূপান্তরকরণ: শতভাগ কর্মমুখী সমবায় দুটি মডেলে হতে পারে। (১) সমিতিকেন্দ্রিক ও (২) সদস্যকেন্দ্রিক।

সমিতিকেন্দ্রিক কার্যক্রম হলো সমবায় সমিতি তার সকল সদস্যকে উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করবে। সকল সদস্যের কর্মসংস্থান সমিতিতে হয় এমন কারবার করবে। কোন সদস্যকে যেন কর্মের জন্য বা জীবিকার জন্য অন্য কোথায় যেতে না হয়। নিজ সমিতিই হবে সদস্যদের নিজ নিজ কর্মস্থল, কর্মসংস্থান। এক্ষেত্রে প্রথমে সকল সদস্য সমন্বয়ে সভা হবে, কর্মশালা হবে। সদস্যগণ বাছাই করে পেশাভিত্তিক পৃথক পৃথক দল গঠন করা হবে। প্রত্যেক পেশাভিত্তিক দল তাদের পেশার উপর সমিতির জন্য উপযুক্ত, সময়োপযোগী ও স্থানীয়ভাবে প্রযোজ্য কর্মোদ্যোগ/ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের সুপারিশ করবে। যেমন মহিলা সদস্যদের জন্য সেলাই কাজ বা গার্মেন্টস কাজ, ব্লক-বাটিক-বুটিক কাজ, নক্সিকাথার কাজ এবং পুরুষের জন্য স্থানীয়ভাবে প্রযোজ্য ও উপযুক্ত যেমন বাঁশ বেতের কাজ। সমিতি দলভিত্তিক বিভিন্ন পেশার উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সমিতির মালিকানায় কারবার হবে, সদস্যগণ নিজ নিজ কর্মের মজুরি পাবে, সমিতির লভ্যাংশের ভাগ পাবে। কারবার পরিচালনা, পণ্য উৎপাদন, পণ্য বিক্রি সবই করবে সমিতি।

সদস্যকেন্দ্রিক কার্যক্রম হলো সমবায় সমিতি তার সকল সদস্যকে উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করবে। সকল সদস্যের স্ব-কর্মসংস্থান হয় এমন ব্যবস্থা করবে। কোন সদস্যকে যেন কর্মের জন্য বা জীবিকার জন্য অন্য কোথায় যেতে না হয়। নিজ বাড়ীই হবে সদস্যদের নিজ নিজ কর্মস্থল, কর্মসংস্থান। এক্ষেত্রে প্রথমে সকল সদস্য সমন্বয়ে সভা হবে, কর্মশালা হবে। সদস্যগণকে বাছাই করে পেশাভিত্তিক দল গঠন করা হবে। প্রত্যেক পেশাভিত্তিক দল তাদের পেশার জন্য উপযুক্ত সময়োপযোগী ও স্থানীয়ভাবে প্রযোজ্য কারবার, কর্মোদ্যোগ/ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ প্রস্তাব করবে। যেমন মহিলা সদস্যদের জন্য সেলাই কাজ বা গার্মেন্টস কাজ, ব্লক-বাটিক-বুটিক কাজ, নক্সিকাথার কাজ, পুরুষের জন্য স্থানীয়ভাবে প্রযোজ্য ও উপযুক্ত যেমন বাঁশ বেতের কাজ। সমিতি দলভিত্তিক বিভিন্ন পেশার উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সদস্যের মালিকানায় কারবার হবে, সদস্যগণ নিজেই উদ্যোক্তা হবে। কারবার পরিচালনা, পণ্য উৎপাদন করবে সদস্য এবং প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ সহায়তা প্রদান, কাঁচামাল সরবরাহ ও পণ্য বিক্রির সহযোগিতা করবে সমিতি।

(একটি মডেল ছবি নিম্নে যুক্ত করা হলো)

প্রতিকার তথা পালানোর পর করণীয়:

১। **তদন্ত করা:** কোন সমিতির বিরুদ্ধে কোন সদস্য, বা প্রিন্ট বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় বা সোশ্যাল মিডিয়ায় সংবাদ প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে দ্রুততার সাথে সমিতি ও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা। কোন সদস্য বা পাওনাদার অভিযোগ দিলে তা গ্রহণ করা। অফিসে রক্ষিত বিগত অডিট নোট, সর্বশেষ অডিট নোট সংগ্রহ করা। সমিতিকে ঋণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থাপনা কমিটির একতৃতীয়াংশ সদস্য বা সাধারণ সদস্যদের সংখ্যা যদি দশ শতাংশ হয় তবে অভিযোগের ভিত্তিতে নতুবা প্রাপ্ত অভিযোগ, প্রকাশিত সংবাদ, পরিদর্শন ও অফিসের অন্যান্য রেকর্ডপত্রের ভিত্তিতে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা যেমন জেলার ক্ষেত্রে উপজেলা সমবায় অফিসার (জেলা অফিসের উপসহকারী নিবন্ধক বা কোন পরিদর্শক নয়), বিভাগের

ক্ষেত্রে জেলা সমবায় অফিসার (কোন উপনিবন্ধক নয়) এর সুপারিশের ভিত্তিতে আইনের ৪৯(১)(ঙ) ধারা উল্লেখপূর্বক তদন্ত আদেশ প্রদান করা।

২। **৭৯ ধারায় মামলা**: তদন্ত আদেশ জারির পর তদন্তের জন্য সমিতির সমুদয় রেকর্ডপত্র ও রেজিস্টারসমূহ উপস্থাপন করা না হলে অথবা অফিস বন্ধ থাকলে বন্ধ অফিস থেকে খাতাপত্র উদ্ধার বা জব্দ করা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে হাজির হওয়ার জন্য সমন জারি করা, অথবা জরুরি প্রয়োজনে সমিতির কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য অফিস বন্ধ করার প্রয়োজন হলে প্রথমে ৭৯(১) ধারা মোতাবেক হাজির হওয়ার জন্য বা রেকর্ডপত্রসহ হাজির হওয়ার জন্য নিবন্ধক কর্তৃক দায়ী ব্যক্তি(গণ)কে সমন জারি করবে। প্রথম সমন বা দ্বিতীয় সমনে হাজির না হলে জেলা সমবায় অফিসার তথা নিবন্ধক কর্তৃক ৭৯(২) ধারা মোতাবেক দায়ীকে গ্রেফতার করা, গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা, খাতাপত্র উদ্ধার বা জব্দ করা, কোন অফিস সীল করার জন্য জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (মেট্রোপলিটন এলাকা হলে সিএমএ আদালতে) বরাবর মামলা করতে হবে।

৩। **নিবন্ধন বাতিল করা বা অবসায়নের আদেশ প্রদান করা**: তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখতে হবে সমিতির বৈধ রেকর্ডপত্র মোতাবেক দায়-দেনা ও পাওনা-সম্পত্তি কত। দায়-দেনা নগন্য হলে সরাসরি নিবন্ধক বাতিল করে দিতে হবে। বৈধ রেকর্ডপত্রে দায়-দেনা নগন্য কিন্তু গোপন লেনদেনে দায়-দেনা বেশি সেক্ষেত্রে অথবা দায়-দেনা নগন্য হওয়া সত্ত্বেও নিবন্ধক যদি প্রয়োজন মনে করে তবে ৫৩ ধারায় অবসায়নের আদেশ দিতে পারে। অবৈধ লেনদেন থাকলে নিবন্ধক সমিতির নিবন্ধন বাতিলের সাথে সাথে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের ধারা ২ এ বর্ণিত সংজ্ঞার আতওায় অপরাধে জড়িত ব্যক্তি(গণ)এর বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং আইনের ধারা ৯ মোতাবেক দুদকে মামলা করতে হবে।

৪। **৮৩ ধারায় তদন্ত করা:** ৪৯ ধারার তদন্তে যদি দেখা যায় যে সমিতির দায়-দেনার পরিমাণ অনেক, অবৈধ কোন লেনদেন নাই, কিন্তু তহবিল ঘাটতি বা অর্থ আত্মসাৎ রয়েছে তবে এই ঘাটতি,ক্ষতি বা আত্মসাতের জন্য কে কি পরিমাণ অর্থের জন্য দায়ী তা আইনের ধারা ৮৩ মোতাবেক সুনির্দিষ্টভাবে তদন্ত করতে হবে এবং সে অনুযায়ী দায়ের পরিমাণ অর্থ ১২০ দিনের মধ্যে সমিতির তহবিলে বা অবসায়কের ব্যাংক হিসেবে জমা প্রদানের নির্দেশ দিবে।

৫। **মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা করা**: নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদেশ মোতাবেক অর্থ পরিশোধ করা না হলে নিবন্ধক সদস্যদের আমানত আত্মসাতের অপরাধে বিশ্বাসভঙ্গ ক্রিমিনাল কোড ৪২০ ধারায় এবং প্রচলিত অন্যান্য আইনে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে থানায় মামলা এবং আত্মসাতের মাধ্যমে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন এবং আত্মসাতকৃত অর্থ বিদেশে পাচারের আশঙ্কা প্রকাশ করে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ মোতাবেক দুদকে মামলা করা।

আইনী ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা:

অর্থ আদায় মামলা দায়েরে সীমাবদ্ধতা: সমবায় আইন মোতাবেক তদন্ত সম্পাদনপূর্বক অর্থ আত্মসাৎ থাকলে আইনের ৮৩ ধারায় সুনির্দিষ্টভাবে দায়ও নির্ধারণ করা হয় এবং এ দায় পরিশোধের জন্য সময় বেধে দিয়ে সমিতির তহবিলে জমা প্রদানের আদেশ প্রদান করা হয়। আইন মোতাবেক নির্ধারিত দায় পরিশোধ করা না হলে অর্থ আদায়ের জন্য সমিতির কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এ রায় বাস্তবায়নের জন্য আদালতে মামলা করতে হয়। সমিতির কেউ এ মামলা করতে চায় না। ফলে অর্থ আদায় হয় না। তদন্ত ও দায় নির্ধারণ হলেও সদস্যগণ টাকা ফেরত পায় না।

থানায় মামলা ও গ্রেফতার না হওয়া: সমবায় অফিস কর্তৃক ঝুঁকি চিহ্নিত করার পর জরুরি হয়ে পড়ে দায়ী ব্যক্তি যেন পলাতক না হয় বা দেশ ছেড়ে পালিয়ে না যায়, সে জন্য তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি ও তাকে গ্রেফতার করা প্রয়োজন। পত্রিকায় প্রকাশের পরও দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে থানায়

মামলা করতে গেলে থানায় মামলা নিতে চায় না, ভুক্তভোগীকে বা সমিতির সদস্যকে মামলা করতে বলে। সদস্যগণ মামলা করে না যে অফিস থেকে সরকারি মামলা করলে গুরুত্ব পাবে।

ভবিষ্যৎ সুপারিশ:

১। জেলা সমবায় অফিসারকে মামলা করার নির্দেশ প্রদান: কোন সমবায়ী বা সমবায় সমিতি সমবায় আইন বা মানিলন্ডারিং আইন অমান্য করলে ভুক্তভোগী, সদস্য বা অন্য কেউ মামলা করুক বা না করুক নিবন্ধক হিসেবে জেলা সমবায় অফিসার স্বয়ং বাদী হয়ে থানায় মামলা করবে এমন নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন।

২। জেলায় ডিও লেটার প্রদান: ৭৯ ধারায় সমন জারি বা গ্রেফতারি পরোওয়ানা জারি বা গ্রেফতার করা ইত্যাদি বিষয়ে এবং সমবায় আইন অনুযায়ী থানায় ও দুদকে মামলা গ্রহণের বিষয়ে জেলা প্রশাসকগণকে, জেলা পুলিশ সুপারগণকে সমবায় অধিদপ্তর থেকে ডিও লেটার প্রদান করা।

৩। বাংলাদেশ ফাইনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এবং দুদকে আলোচনা করা: বাংলাদেশ ফাইনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এর কেন্দ্রীয় সমন্বয় সভায় সমবায়ের মামলা গ্রহণ বিষয়ে আলোচনা করা এবং এ ইউনিট কর্তৃক দুদকে পত্র প্রেরণ করার ব্যবস্থা করা।

মোঃ মোখলেছুর রহমান
যুগ্মনিবন্ধক
বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রাজশাহী
01713149121(whatsapp)
mokhles.coop24@gmail.com

সমবায় সমিতির ঝুঁকি প্রশমনে ‘শতভাগ কর্মমুখী’ সমবায় গঠনের একটি মডেল

ঝুঁকিপূর্ণ সমবায় সমিতির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: প্রতিরোধ ও প্রতিকার